রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, মার্চ ২২, ১৯৯৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

রিজলিউশন

তারিখ, ৫ই চৈত্র ১৪০৩ বাং/১৯শে মার্চ ১৯৯৭

এস, আর, ও, নং ৭৪-আইন/১৯৯৭—যেহেতু মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি এবং আইনের দৃষ্টিতে সমতা ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান-এ স্বীকৃত হইয়াছে;

এবং যেহেতু আর্থিকভাবে অসচ্ছল বা সহায় সম্বলহীন বিচার প্রার্থী বিভিন্ন দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলায় জড়িত হইয়া আইনগত পরামর্শ ও সাহায্যের অভাবে মামলা চালাইতে সক্ষম হন না;

এবং যেহেতু সরকারের তরফ হইতে এইরূপ বিচারপ্রার্থীগণকে জাতীয় পর্যায়ে এবং জেলা পর্যায়ে আইনগত সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু সরকার এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল:—

১। **জাতীয় আইনগত সহায়তা কমিটি (National Legal Aid Committee) গঠন।**—(১) এই রিজলিউশনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় আইনগত সহায়তা কমিটি, অতঃপর জাতীয় কমিটি বলিয়া উল্লিখিত, নামে একটি কমিটি থাকিবে।

(২) জাতীয় কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য-সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব;

(গ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর;

(ঘ) মহা-পুলিশ পরিদর্শক বা তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শকের পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) মহা-কারাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপ-মহাকারা পরিদর্শক পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তা; .

(চ) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি বা সভাপতির অনুপস্থিতিতে উক্ত সমিতির সাধারণ সম্পাদক;

(ছ) বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ভাইস-চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(জ) বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি বা সভাপতির অনুপস্থিতিতে সাধারণ সম্পাদক;

(ঝ) জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(ঞ) সরকার কর্তৃক মনোনীত মানবাধিকার সম্পর্কিত এন, জি, ও'র একজন প্রতিনিধি; এবং

(ট) ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট অব হিউম্যান রাইটস, বাংলাদেশ, প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

২। **জাতীয় কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য।**—জাতীয় কমিটির নিম্নরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকিবে যথাঃ—

(ক) আর্থিকভাবে অসচ্ছল বা সহায় সম্বলহীন কোন বিচার প্রার্থীকে আইনগত সহায়তা প্রদান সম্পর্কিত নীতিনির্ধারণ করা;

(খ) এই রিজলিউশনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে আইনগত সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের নীতিনির্ধারণের ব্যাপারে সুপারিশ করা;

(গ) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন মামলায় জড়িত হইয়াছেন বা মামলা করিতে ইচ্ছুক আর্থিকভাবে অসচ্ছল বা সহায় সম্বলহীন এইরূপ বিচারপ্রার্থীদের আইনগত পরামর্শ ও সাহায্য প্রদানের লক্ষ্যে তাহাদের দাখিলীয় সাহায্যের আবেদনপত্র পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করা;

(ঘ) জেলা আইনগত সহায়তা কমিটি, অতঃপর জেলা কমিটি বলিয়া উল্লিখিত, কর্তৃক প্রত্যাখাত আবেদন বিবেচনাক্রমে সিদ্ধান্ত প্রদান করা;

(ঙ) জেলা কমিটির কার্যাবলী পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান এবং উক্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হইতেছে কিনা তাহা সরেজমিনে পরিদর্শন করা বা করার ব্যবস্থা করা; এবং

(চ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩। **জাতীয় কমিটির সভা।**—(১) জাতীয় কমিটি প্রতি তিন মাসে একবার সভায় মিলিত হইবে।

(২) সভার তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারম্যান কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময় উহার সভা আহবান করিতে পারিবেন।

(৩) জাতীয় কমিটির মোট সদস্যের এক-চতুর্থাংশের উপস্থিতিতে উহার কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) চেয়ারম্যান জাতীয় কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক তাঁহাদের মধ্য হইতে এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

৪। **জাতীয় কমিটির তহবিল।**—(১) জাতীয় কমিটির একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) দেশী বা বিদেশী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; এবং

(গ) জাতীয় কমিটি কর্তৃক অন্য যে কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) এই তহবিল জাতীয় কমিটির নামে তৎকর্তৃক অনুমোদিত কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য-সচিব এর যৌথ স্বাক্ষরে এই তহবিল এর অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

(৩) এই তহবিল হইতে প্রয়োজন অনুসারে জেলা কমিটিকে অর্থ বরাদ্দ করা হইবে এবং জাতীয় কমিটির প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

৫। **জেলা কমিটি গঠন।**—প্রত্যেক জেলায় একটি জেলা কমিটি থাকিবে এবং উহা নিম্নবর্ণিত সদস্য-সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ—

(ক) জেলা ও দায়রা জজ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট;

(গ) জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি;

(ঘ) জেলার সরকারী উকিল;

(ঙ) জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর;

(চ) জেলার জেল সুপার;

(ছ) জেলার প্রেস ক্লাবের সভাপতি বা সভাপতির অনুপস্থিতিতে উক্ত ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক;

(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত এন, জি, ও এর একজন প্রতিনিধি;

(ঝ) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি; এবং

(ঞ) জেলা জজশীপের হিসাব বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত জজ, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

৬। **জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য**।—জেলা কমিটির নিম্নরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) মামলায় জড়িত হইয়াছেন বা মামলা করিতে ইচ্ছুক আর্থিকভাবে এইরূপ অসচ্ছল বা সহায় সম্বলহীন জেলার এইরূপ বিচারপ্রার্থীদের আইনগত পরামর্শ ও সাহায্য প্রদানের লক্ষ্যে তাহাদের দাখিলীয় সাহায্যের আবেদনপত্র পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করা;

(খ) এই রিজলিউশনের অধীন জেলা কমিটির উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

৭। **জেলা কমিটির সভা**।—(১) জেলা কমিটি, আইনগত পরামর্শ ও সহায়তার জন্য আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে, প্রতি দুই মাসে অন্যূন একবার সভায় মিলিত হইবে।

(২) সভার তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারম্যান কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময় উহার সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(৩) জেলা কমিটির মোট সদস্যের এক-দ্বিতীয়াংশের উপস্থিতিতে উহার কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) চেয়ারম্যান জেলা কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

৮। **জেলা কমিটির তহবিল**।—(১) প্রতিটি জেলায় কমিটির একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হইবে, যথা ঃ—

(ক) জাতীয় কমিটি কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ;

(খ) কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

(২) জেলা কমিটির তহবিলের অর্থ জেলাস্থ সোনালী ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং জেলা কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য-সচিব এর যৌথ স্বাক্ষরে এই তহবিলের অর্থ উত্তোলন করা হইবে।

(৩) আর্থিকভাবে অসচ্ছল বা সহায় সম্বলহীন বিচারপ্রার্থীর আইনজীবীর পারিশ্রমিক ও জেলা কমিটির প্রয়োজনীয় ব্যয় এই তহবিল হইতে নির্বাহ করা হইবে।

৯। **প্যানেল অব এডভোকেটস্**।—(১) জাতীয় কমিটির সভাপতি এবং তৎকর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির তিনজন সদস্য এই রিজলিউশনের অধীন আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের মামলা পরিচালনার জন্য প্যানেল অব এডভোকেটস্ গঠন করিবে।

(২) জেলা কমিটির চেয়ারম্যান ও তৎকর্তৃক মনোনীত তিনজন সদস্য এই রিজলিউশনের অধীন জেলা আদালতসমূহে মামলা পরিচালনার জন্য প্যানেল অব এডভোকেট্স গঠন করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এডভোকেট সমন্বয়ে জেলা প্যানেল অব এডভোকেটস্ গঠন করা হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যতদূর সম্ভব কোন বিচার প্রার্থীর পছন্দ অনুযায়ী তাহার মামলা পরিচালনার জন্য প্যানেলভুক্ত এডভোকেট নিয়োগ করা হইবে।

১০। জাতীয় কমিটির নিকট আপীল।—এই রিজলিউশনের অধীন কোন আবেদন জেলা কমিটি কর্তৃক অগ্রাহ্য হইলে, জেলা কমিটির সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ বিচারপ্রার্থী উক্তরূপ সিদ্ধান্তের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে জাতীয় কমিটির নিকট আপীল আবেদন পেশ করিতে পারিবেন এবং এই ব্যাপারে জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

১১। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।—(১) জাতীয় ও জেলা কমিটি যথাযথভাবে উহাদের স্ব স্ব তহবিলের হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বৎসরে জাতীয় কমিটি ও জেলা কমিটির হিসাব নিরীক্ষা করিবেন বা করাইবেন।

(৩) জাতীয় ও জেলা কমিটির তহবিলের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য-সচিব সংরক্ষণ করিবেন।

১২। জেলা কমিটির প্রতিবেদন।—জেলা কমিটি প্রতি বৎসর জুলাই মাসে পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত উহার কার্যাবলীর একটি প্রতিবেদন জাতীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

১৩। বাজেট।—জাতীয় কমিটি প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৪। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।—এই সিদ্ধান্তসমূহের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় কমিটি, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৫। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) ২৩শে পৌষ, ১৪০০ বাং মোতাবেক ৬ই জানুয়ারী, ১৯৯৪ ইং তারিখে জারীকৃত অত্র মন্ত্রণালয়ের রিজলিউশন নং ৮-বিচার-২/১বি-৩/৯৩ এতদ্‌-দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্ত রিজলিউশন রহিত হইবার সংগে সংগে উক্ত রিজলিউশনের অধীন কৃত সকল কাজকর্ম এবং গৃহীত সকল ব্যবস্থা ও কার্যক্রম এই রিজলিউশনের অধীন কৃত বা গৃহীত কৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আবুল বাশার ভূঁঞা
যুগ্ম-সচিব।

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ আতোয়ার রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।